কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা

ডা. মোঃ মোশাররফ হোসেন
সংকলন

الاعتصام بالكتاب والسنة

কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা

সংকলক: ডা. মোঃ মোশাররফ হোসেন
এমবিবিএস, ডিএ
সহকারী অধ্যাপক, এ্যানেস্থেশিওলজি বিভাগ
ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী।

সম্পাদনা: ড. মোঃ আব্দুর রশিদ
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, আরবী ও ইসলামী শিক্ষা
বিভাগ, নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী।

الناشر: مكتبة الرسالة
প্রকাশনায়: মাকতাবাতুর রিসালা

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা ফরয	৫
২। সুন্নাহ (হাদীছ) যার মাধ্যমে রসূলের আনুগত্য করা হয়	৮
৩। ওয়াহী মাতলু হলো কুরআন মাজীদ। আর ওয়াহী গায়র মাতলু হলো সুন্নাহ বা হাদীছ	৯
৪। সুন্নাহ (হাদীছ) হলো কুরআনের ব্যাখ্যা	১০
৫। কিতাবুল্লাহ (কুরআন) ও হিকমাহ (সুন্নাহ বা হাদীছ) শিক্ষা করা	১১
৬। কুরআন ও হাদীছের বাইরে যে আমল করা হয়, তা পরিত্যাজ্য	১২
৭। কুরআন ও সুন্নাহ (হাদীছ) ছাড়া আমল বিদ‘আত, আর বিদআত হল ভ্রষ্টতা, আর ভ্রষ্টতা হল জাহান্নামের পথ	১৩
৮। কুরআন ও সুন্নাহই নাজাতের অসীলা, মুক্তির পথ	১৪
৯। রসূলের ফায়সালার সামনে মু’মিনের আর কোন স্বাধীনতা থাকে না। বরং শুনলাম ও মানলাম বলা	১৬
১০। রসূলের আনুগত্যেই আল্লাহর আনুগত্য	১৭
১১। মু’মিন জীবনের আদর্শ রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম	১৮
১২। আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার মাধ্যম রসূলের আনুগত্য করা	১৮
১৩। কুরআন ও সুন্নাহই সকল সমস্যার সমাধান	১৮
১৪। যে ব্যক্তি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ বা হাদীছকে অস্বীকার করবে সে কাফির	১৯
১৫। আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি সর্বোচ্চ ভালোবাসা ঈমানী কর্তব্য	২০
১৬। নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত শাশ্বত ও চিরন্তন। তার শরী‘আত পূর্বের সমস্ত শরী‘আতকে রহিত করেছে	২১

১৭। মৃত সুন্নাতকে জীবিত করার মর্যাদা ২২

১৮। যারা আল্লাহ ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তারা মু‘মিন নন। বরং তারা মুনাফিক, যালিম, কাফির ২৩

১৯। যারা আল্লাহ ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে অমান্য করে তারা জাহান্নামী ২৪

২০। যারা আল্লাহ ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য পরিহার করবে তাদের সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যাবে ২৫

২১। রসূলের পথ বাদ দিয়ে শয়তানের পথে চলার পর অনুশোচনা ২৫

২২। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ যেরূপ হওয়া উচিত ২৬

২৩। কুরআন ও হাদীছ অমান্যকারীর সঙ্গে সম্পর্ক কিরূপ হওয়া চাই ২৭

২৪। কুরআন ও হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন জরুরী ২৮

২৫। মতবিরোধপূর্ণ পরিবেশে সুন্নাহ ও হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শের উপর অবিচল থাকা অপরিহার্য ৩০

২৬। মতানৈক্য অকল্যাণ ও বিভক্তির কারণ ৩০

১। কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা ফরয

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا﴾

হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর তবে আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী (খলীফা, আমীর, ইমাম, ফক্বীহ); কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে, তা আল্লাহ (কিতাবুল্লাহ) এবং রসূলের (সুন্নাহর) নিকট উপস্থাপন কর। এটাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর। [সূরা আন্-নিসা ৪:৫৯]

আল্লাহ ও তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে প্রত্যাবর্তন করার অর্থ হল, তার কিতাবের দিকে প্রত্যাবর্তন করা। আর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যুর পর তার দিকে প্রত্যাবর্তন করার অর্থ হল তার সুন্নাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করা।[১] আর এ বিষয়টিকে ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত করে বলা হচ্ছে যে, **إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ** অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ। সুতরাং দ্বন্দ্ব নিরসনকে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করাই হল প্রকৃত ঈমানের পরিচয়। যদি কেউ দ্বন্দ্ব নিরসনে কুরআন ও সুন্নাহ ছাড়া অন্য দিকে প্রত্যাবর্তন করে তাহলে সে ঈমানদার নয়। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَمَا ٱخۡتَلَفۡتُمۡ فِيهِ مِن شَيۡءٖ فَحُكۡمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۚ﴾

তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন- তার মীমাংসা তো আল্লাহর নিকট। [সূরা আশ-শূরা ৪২:১০]

আল্লাহ দ্বন্দ্ব নিরসনকে কুরআন ও সুন্নাহ (হাদীছ) ছাড়া অন্য কারো দিকে প্রত্যাবর্তন করাকে বৈধ করেননি। এ ব্যাপারে প্রথম ও শেষ যুগের ছাহাবাদের, প্রথম ও শেষ যুগের তাবিঈদের এবং প্রথম ও শেষ যুগের তাবে-তাবিঈনদের ইজমা রয়েছে যে, তাদের মধ্যে কোন মানুষের দিকে কিংবা তাদের পূর্ববর্তীদের দিকে প্রত্যাবর্তন করা সম্পূর্ণভাবে নিষেধ।

---

[১] তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে কুরতুবি, ফাতহুল কাদীর

ছাহাবাদের যুগে একজন ব্যক্তিও পাওয়া যাবে না, যে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির সকল কথার উপর তাক্বলীদ করেছেন এবং তার একটি কথাকেও বাদ দেননি। আবার এমন ব্যক্তিও পাওয়া যাবে না, যিনি কোন ব্যক্তির সকল কথাকে বাদ দিয়েছেন এবং তার কোন কিছুই গ্রহণ করেননি।

শারঈ পরিভাষায় তাক্বলীদ হলো এমন মতামতের দিকে প্রত্যাবর্তন করা, যার পেছনে মতামতদাতার কোন দলীল নেই। শরী'আতে তাক্বলীদ হারাম। আর যার পেছনে দলীল আছে তাকে ইত্তেবা বলা হয়।[২]

দীনের সকল বিষয় তথা 'আক্বীদা-বিশ্বাস, কথা, কাজ, গ্রহণ-বর্জনসহ জীবনের সকলক্ষেত্রে রসূলের পরিপূর্ণ অনুসরণ করাকে ইত্তেবা বলে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কাজটি যেভাবে করেছেন সেটি ঠিক সেভাবে করাই হচ্ছে ইত্তেবা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾

অতঃপর তারা যদি তোমার আহবানে সাড়া না দেয়, তাহলে জেনে রাখ, তারা তো নিজেদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করে। আর আল্লাহর দিকনির্দেশনা ছাড়া যে নিজের খেয়াল খুশির অনুসরণ করে তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ যালিম কওমকে হিদায়াত করেন না। [সূরা কাসাস ২৮:৫০] মহান আল্লাহ বলেন:

﴿**قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ**﴾

বল, আমার নিজের পক্ষ থেকে এতে কোন পরিবর্তনের অধিকার নেই। আমিতো শুধু আমার প্রতি অবতীর্ণ ওয়াহীর অনুসরণ করি। নিশ্চয় আমি যদি রবের অবাধ্য হই তবে ভয় করি কঠিন দিবসের আযাবের। [সূরা ইউনুস ১০:১৫] তিনি আরো বলেন:

﴿**قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ**﴾

---

[২] ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ, নাবযাতুল কাফীয়া-ইবনে হাযম, ইজতেহাদ ও তাক্বলিদ-ইমাম শাওকানী, ইসলামে তাক্বলীদের বিধান-হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ।

বল, তোমাদেরকে আমি বলি না, আমার নিকট আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে এবং আমি গায়েব জানি এবং তোমাদেরকে বলি না, নিশ্চয় আমি ফেরেশতা। আমি কেবল তারই অনুসরণ করি যা আমার নিকট ওয়াহী প্রেরণ করা হয়। [সূরা আল-আনআম ৬:৫০] তিনি সূরা আহকাফ এর মধ্যে বলেন:

﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾

বল, 'আমি রসূলদের মধ্যে নতুন নই। আর আমি জানি না আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কী করা হবে। আমার প্রতি যা ওয়াহী করা হয়, আমি কেবল তারই অনুসরণ করি। আর আমি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। [সূরা আল-আহকাফ ৪৬:৯] আল্লাহ সূরা আম্বিয়ার মধ্যে বলেন:

﴿قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ﴾

বল, 'আমি তো কেবল ওয়াহী দ্বারাই তোমাদেরকে সতর্ক করি'। কিন্তু যারা বধির তাদেরকে যখন সতর্ক করা হয়, তখন তারা সে আহ্বান শুনে না। [সূরা আম্বিয়া ২১:৪৫]

সুতরাং ভীতি প্রদর্শন শুধু ওয়াহীর মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ, অন্য কিছুর মাধ্যমে নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾

বল, 'যদি আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাই তবে আমার অকল্যাণেই আমি পথভ্রষ্ট হব। আর যদি আমি হিদায়াত প্রাপ্ত হই তবে তা এজন্য যে, আমার রব আমার প্রতি ওয়াহী প্রেরণ করেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও অতি নিকটবর্তী। [সূরা সাবা ৩৪:৫০]

সুতরাং বুঝা গেল যে, ওয়াহীর পথই হল হিদায়াতের পথ। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পথ হল, ওয়াহীর অনুসরণ করা।

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ

আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ তোমরা সে দু'টি জিনিস আঁকড়ে থাকবে, পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাহ (হাদীছ)।[৩]

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ اللهِ

আমি তোমাদের মাঝে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি- যা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব।[৪] তিনি আরো বলেন,

كِتَابُ اللهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ، مَنِ اسْتَمْسَكَ بِهِ، وَأَخَذَ بِهِ، كَانَ عَلَى الْهُدَى، وَمَنْ أَخْطَأَهُ، ضَلَّ

আল্লাহর কিতাব-তাতে রয়েছে পথ প্রদর্শন (হিদায়াত) ও আলোকবর্তিকা (নূর)। যে এটাকে আঁকড়ে ধরবে ও তা গ্রহণ করবে সে হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আর যে (আঁকড়ে ধরা ও গ্রহণ করতে) ব্যর্থ হবে, সে পথভ্রষ্ট হবে।[৫] তিনি আরো বলেন,

كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، هُوَ حَبْلُ اللهِ، مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى، وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلَالَةٍ

মহা মহিমান্বিত আল্লাহর কিতাব-যা আল্লাহর রশি। যে এর অনুসরণ করবে সে হিদায়াতের উপর থাকবে। আর তা ছেড়ে দিবে সে পথভ্রষ্ট হবে।[৬]

২। সুন্নাহ বা হাদীছ যার মাধ্যমে রসূলের ইত্তেবা করা হয়।

সুন্নাহ (السنة) শব্দটি আভিধানিক অর্থে তরীকা বা পদ্ধতি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

সুন্নাহ ঐ পথকে বলা হয়, যার উপর স্বয়ং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন। অন্য অর্থে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা, কাজ ও

---

[৩] হাসান: তাহক্বীক্ব মিশকাতুল মাসাবীহ হা/১৮৬

[৪] ছ্বহীহ মুসলিম হা/১২১৮।

[৫] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৪০৮।

[৬] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৪০৮।

সমর্থন সমূহকে সুন্নাহ বলা হয়।[৭] আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾

তবে কি তারা পূর্ববর্তীদের (উপর আল্লাহর) পদ্ধতির (বিধানের) অপেক্ষা করছে? কিন্তু তুমি আল্লাহর বিধানের কখনোই কোন পরিবর্তন পাবে না এবং তুমি আল্লাহর বিধানের কখনোই কোন ব্যতিক্রমও দেখতে পাবে না। [সূরা ফাতির ৩৫:৪৩]। আর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতির অনুসরণ করবে।[৮]

অর্থাৎ তোমাদের পূর্ববর্তী (ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টান) জাতীসমূহের রীতিনীতি। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সুন্নাতুর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হিদায়েতপ্রাপ্ত খলীফাদের সুন্নাহ আঁকড়ে ধরতে বলেছেন।[৯] রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رد

যে ব্যক্তি আমাদের এ দীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করেছে যা এতে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।[১০]

৩। ওয়াহী মাতলু হলো কুরআন মাজীদ। আর ওয়াহী গায়র মাতলু হলো সুন্নাহ বা হাদীছ।

ওয়াহী মাতলু হলো কুরআন মাজীদ। আর ওয়াহী গায়র মাতলু হলো সুন্নাহ বা হাদীছ। সুন্নাহ বা হাদীছও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রেরিত ওহী। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ ۝٣ إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٞ يُوحَىٰ ۝٤﴾

সে মনগড়া কথাও বলে না। তাতো ওয়াহী যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়।

---

[৭] শারহুল আক্বীদা আল ওয়াসেত্বীয়া।

[৮] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৩২০, ইবনে মাজাহ হা/৩৯৯৪।

[৯] ছ্বহীহ, ইবনে মাজাহ হা/৪২

[১০] ছ্বহীহ বুখারী হা/২৬৯৭, মুসলিম হা/১৭১৮, ইবনে মাজাহ হা/১৪।

[সূরা আন-নাজ্‌ম ৫৩:৩-৪] আল্লাহ তা'আলা বলেন:

أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ

আমাকে কুরআন এবং এর সাথে অনুরূপ (সুন্নাহ বা হাদীছ) দেয়া হয়েছে।[১১]

৪। সুন্নাহ (হাদীছ) কুরআনের ব্যাখ্যা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلزُّبُرِۗ وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

(তাদের প্রতি প্রেরণ করেছি) স্পষ্ট প্রমাণাদি ও কিতাবসমূহ এবং তোমার প্রতি নাযিল করেছি কুরআন, যাতে তুমি মানুষের জন্য স্পষ্ট করে দিতে পার, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে। আর যাতে তারা চিন্তা করে। [সূরা আন-নাহল ১৬:৪৪]। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحۡمَةً لِّقَوۡمٍ يُؤۡمِنُونَ﴾

আর আমি তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছি, শুধু এ জন্য যে, যে বিষয়ে তারা বিতর্ক করছে, তা তাদের জন্য তুমি স্পষ্ট করে দেবে এবং (এটি) হিদায়াত ও রহমত সেই কওমের জন্য যারা ঈমান আনে। [সূরা আন-নাহল ১৬:৬৪।] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ﴾

রসূল তোমাদের যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; আল্লাহ তো শাস্তি দানে কঠোর। [সুরা আল-হাশর ৫৯:০৭]। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

---

[১১] ছ্বহীহ: সুনানে আবূ দাউদ হা/৪৬০৪।

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوۡمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمۡۖ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدِي مَن يَشَآءُۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ﴾

আর আমি প্রত্যেক রসূলকে তার কওমের ভাষাতেই পাঠিয়েছি, যাতে সে তাদের নিকট বর্ণনা দেয়। সুতরাং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ দেখান। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। [সূরা ইব্রাহিম ১৪:৪]

আল্লাহ প্রত্যেক রসূলের উপর তার নিজ ভাষায় কিতাব নাযিল করেছেন যাতে রসূলগণ ব্যাখ্যা করে জনগণকে ভালোভাবে বুঝাতে পারেন।

৫। কিতাবুল্লাহ (কুরআন) ও হিকমাহ (সুন্নাহ বা হাদীছ) শিক্ষা করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ﴾

আর আল্লাহ তোমার প্রতি কুরআন ও হিকমাহ (হাদীছ) অবতীর্ণ করেছেন এবং তুমি যা জানতে না, তিনি তাই তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। [সূরা আন-নিসা ৪:১১৩] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿لَقَدۡ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ بَعَثَ فِيهِمۡ رَسُولٗا مِّنۡ أَنفُسِهِمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ﴾

নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অত্যন্ত অনুকম্পা প্রদর্শন করেছেন যখন তাদের নিকট তাদের নিজস্ব একজনকে রসূল করে পাঠিয়েছেন, সে তাদেরকে আল্লাহর আয়াত পড়ে শুনাচ্ছে, তাদেরকে পরিশোধন করছে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমাহ (হাদীছ) শিক্ষা দিচ্ছে। [সূরা আলে ইমরান ৩:১৬৪] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾

আল্লাহর আয়াত ও হিকমাহ (সুন্নাহ বা হাদীছ) এর কথা যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, তা তোমরা স্মরণ রাখবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি সুক্ষ্মদর্শী ও সর্ব বিষয়ে অবহিত। [সূরা আল-আহযাব ৩৩:৩৪]

হিকমাহ (যার মধ্যে বিধি-বিধান আছে) হলো সুন্নাহ (হাদীছ)।[১২] কেননা কুরআন ছাড়া রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীদের গৃহে যা পাঠ করা হতো তা ছিল রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ।[১৩]

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন ও হিকমাহ শিক্ষা দিয়েছেন। আরো দেখুন: সূরা আল-বাকারা ২:১২৯, ১৫১, ২৩১, ২৫১; সূরা আলে ইমরান ৩: ৪৮; সূরা আন-নিসা ৪: ৫৪; সূরা আল-মায়িদা ৫:১১০; সূরা আল-জুমু'আ ৬২: ২

৬। কুরআন ও হাদীছের বাইরে যে আমল করা হয়, তা পরিত্যাজ্য।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

যে ব্যক্তি আমাদের এ দীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করেছে যা এতে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।[১৪]

আনাস (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীদের নিকট তার ইবাদাতের অবস্থা জানার জন্য এলেন। রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইবাদাতের খবর শুনে তারা যেন তাদের ইবাদাতকে কম মনে করলেন। তারা পরস্পর আলাপ করলেন, রসূলুল্লাহ এর তুলনায় আমরা কি? আল্লাহ তা'আলা তার আগের-পিছের সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। তাদের একজন বললেন, আমি সারারাত ছ্বলাত আদায় করবো। দ্বিতীয়জন বললেন, আমি দিনে ছ্বিয়াম পালন করবো, আর কখনো তা ত্যাগ করবো না। তৃতীয়জন বললেন, আমি নারী থেকে দূরে থাকব, কখনো বিয়ে করবো না। তাদের এই পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার সময় রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে পড়লেন এবং বললেন, তোমরা কি এ ধরনের কথাবার্তা বলেছিলে? খবরদার! আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় করি, তোমাদের চেয়ে বেশি তাকওয়া অবলম্বন করি। কিন্তু এরপরও আমি কোন দিন ছ্বিয়াম পালন করি আবার কোন দিন ছ্বিয়াম পালন ছেড়ে দিই। রাতে ছলাত আদায় করি আবার ঘুমিয়েও যাই।

---

[১২] তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে কুরতুবি, তাফসীরে জালালাইন।

[১৩] ওয়াসিইয়াতুল কুবরা-ইবনে তাইমীয়া

[১৪] ছ্বহীহ বুখারী হা/ ২৬৯৭, মুসলিম হা/১৭১৮, ইবনে মাজাহ হা/১৪।

নারীদের বিয়েও করি। এটাই আমার পথ। তাই যে ব্যক্তি আমার পথ ছেড়ে দিয়েছে সে আমার (উম্মতের মধ্যে) গণ্য হবে না।[১৫]

সুতরাং ভালো কাজ বিশুদ্ধ নিয়্যাতে করলেও কোনই লাভ হবে না যতক্ষণ না রসূলের ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্নাহ অনুযায়ী হয়।

৭। কুরআন ও সুন্নাহ (হাদীছ) ছাড়া আমল বিদ'আত, আর বিদআত হল ভ্রষ্টতা, আর ভ্রষ্টতা হল জাহান্নামের পথ।

إِنَّ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا

সর্বোত্তম বাণী আল্লাহর কিতাব, আর সর্বোত্তম পথ নির্দেশনা হল মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পথ নির্দেশনা। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো নতুনভাবে উদ্ভাবিত পন্থাসমূহ।[১৬]

«أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»

অতঃপর অবশ্য অবশ্যই সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার কিতাব। আর সর্বোচ্চ পথ হচ্ছে মুহাম্মদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পথ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো দীনে নতুন জিনিস সৃষ্টি করা। এরূপ সব নতুন জিনিসই গুমরাহী (পথভ্রষ্ট)।[১৭]

وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

এরূপ সব গুমরাহী (পথভ্রষ্ট) হবে জাহান্নামের আগুনে অবস্থান।[১৮]

---

[১৫] ছ্বহীহ বুখারী, ছ্বহীহ মুসলিম, ১৪৫নং হাদীছ, তাহক্বীক্ব মিশকাতুল মাসাবীহ
[১৬] ছ্বহীহ বুখারী/৭২৭৭
[১৭] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৮৬৭।
[১৮] ছ্বহীহঃ নাসাঈ হা/১৫৭৮

৮। কুরআন ও সুন্নাহই নাজাতের অসীলা, জান্নাতের পথ। কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করা ছাড়া নাজাত বা মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾

অতঃপর যখন তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে হিদায়াত আসবে, তখন যে আমার হিদায়াতের অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না এবং দুর্ভাগাও হবে না। [সূরা ত্বহা ২০:১২৩]

সূরা ত্বহা এর অত্র আয়াতটি প্রমাণ করে যে, ওয়াহীর অনুসারী কখনও পথভ্রষ্ট হবে না এবং হতভাগা হবে না। সূরা বাক্বারার আয়াত প্রমাণ করছে যে, ওয়াহীর অনুসারীদের কোন ভয় নেই এবং চিন্তাও নেই। যেমন আল্লাহ বলেন:

﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

অতঃপর যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোন হিদায়াত আসবে, তখন যারা আমার হিদায়াত অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। [সূরা আল-বাক্বারা ২:৩৮]

كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى

'আমার সকল উম্মাত জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু যে অস্বীকার করবে সে ব্যতীত। জিজ্ঞেস করা হল, কে অস্বীকার করবে? তিনি বললেন, যে আমার অনুসরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে আমার অবাধ্য হবে সে-ই (জাহান্নামে প্রবেশ করবে) অস্বীকার করল।[১৯]

تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ○

এসব আল্লাহর নির্ধরিত সীমা এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার রসূলের হুকুম অনুযায়ী চলবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, তারা তাতে চিরবাসী হবে এবং এটা বিরাট সাফল্য। [সূরা আন-নিসা ৪:১৩]

---

[১৯] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭২৮০

وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَالرَّسُوْلَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ○

যারা আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করে, তারা নাবী, সিদ্দিক, শহীদ এবং নেককার লোকদের সঙ্গী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন, তারা কতই না উত্তম সঙ্গী! [সূরা আন-নিসা ৪: ৬৯]

وَأَطِيْعُوا اللهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○

আল্লাহ ও রসূলের হুকুম মান্য কর, যাতে তোমরা কৃপা লাভ করতে পারে। [আলে ইমরান ৩:১৩২]

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ○

সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি ও তার বার্তাবাহক উম্মী নাবীর প্রতি; যে আল্লাহ ও তার বাণীতে ঈমান আনে। আর তোমরা তার (রসূলের) অনুসরণ কর, যাতে তোমরা সঠিক পথ পাও। [সূরা আল-আ'রাফ ৭:১৫৮]

وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ○

যারা আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তার অবাধ্যতা পরিহার করে চলে তারাই কৃতকার্য। [সূরা আন-নুর ২৪:৫২]

قُلْ أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّاحُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ○

বল, আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী; এবং তোমরা তার আনুগত্য করলে সৎপথ পাবে, আর রসূলের কাজ তো কেবল স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া। [সূরা আন-নুর ২৪:৫৪]

وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا○

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য করে সে সাফল্য লাভ করে- মহাসাফল্য। [সূরা আল-আহ্যাব ৩৩:৭১]

وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا○

আর যে কেউই আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। আর যে কেউ পিঠ ফিরিয়ে নিবে, তিনি তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন। [সূরা আল-ফাত্হ ৪৮:১৭]

৯। রসূলের ফায়সালার সামনে মু'মিনের আর কোন এখতিয়ার বা স্বাধীনতা থাকে না। বরং শুনলাম ও মানলাম বলা।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا○

কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসার ভার তোমার উপর ন্যস্ত না করে, অতঃপর তোমার ফায়ছালার ব্যাপারে তাদের মনে কিছু মাত্র কুণ্ঠাবোধ না থাকে, আর তারা তার সামনে নিজেদেরকে পূর্ণরূপে সমর্পণ করে। [সূরা আন্-নিসা ৪:৬৫]

আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতে কসম করে বলছেন যে, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তাদের বিতর্কিত বিষয়ের ফায়ছালা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে গ্রহণ করবে।

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হুকুম পালন করা ওয়াজিব ও তার আনুগত্য করা আবশ্যক, তার হুকুমের নিকট আত্মসমর্পণ করা ও তার নির্দেশ বাস্তবায়ন করা আমাদের উপর অপরিহার্য। এমনকি তিনি যে ফায়ছালা দিয়েছেন সে ব্যাপারে আমাদের অন্তরে কোন দ্বিধা রাখা যাবে না এবং তার সমাধান ও সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অন্তরে কোন প্রকার বিদ্বেষ রাখা যাবে না।

وَأَطِيْعُوا اللهَ وَرَسُوْلَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ○

তোমরা যদি মু'মিন হয়ে থাক তবে আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য কর। [সূরা আল-আনফাল ৮:১]

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوْا إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ط وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ○

মু'মিনদেরকে যখন তাদের মাঝে ফায়ছালা করার জন্য আল্লাহ ও তার রসূলের দিকে ডাকা হয়, তখন মু'মিনদের জওয়াব তো এই হয় যে, তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম, আর তারাই সফলকাম। [সূরা আন-নুর ২৪:৫১]

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ○

ওহে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য কর এবং আদেশ শোনার পর তা অমান্য কর না। [সূরা আল-আনফাল ৮:২০]

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ط وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِيْنًا○

আল্লাহ ও তার রসূল কোন নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী উক্ত নির্দেশের ভিন্নতা করার কোন অধিকার রাখে না। কেউ আল্লাহ ও তার রসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্ট পথভ্রষ্ট হবে। [সূরা আল-আহ্যাব ৩৩:৩৬]

১০। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্যেই আল্লাহর আনুগত্য।

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ ج وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا○

যে রসূলের হুকুম মানল, সে তো আল্লাহরই হুকুম মানলো, কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে আমি তোমাকে তাদের প্রতি পাহারাদার করে পাঠাইনি। [সূরা আন-নিসা ৪:৮০]

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ

যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করল, সে আল্লাহরই অনুসরণ করল, আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করল, সে তো আল্লাহর নাফরমানী করল।[২০]

ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا

সে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেয়েছে, যে রব হিসেবে আল্লাহকে, দীন হিসেবে ইসলামকে এবং রসূল হিসেবে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিয়েছে।[২১]

---

[২০] ছ্বহীহ: ইবনে মাজাহ ৩।

[২১] ছ্বহীহ মুসলিম ৩৪

১১। মু'মিন জীবনের আদর্শ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا

তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য তো আল্লাহর রসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। [সূরা আল-আহ্যাব ৩৩:২১]

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ○

তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত। [সূরা আল-ক্বালাম ৬৮:৪]

১২। আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার মাধ্যম রসূলের আনুগত্য করা

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ○

বলে দাও, 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস তবে আমার অনুসরণ কর আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাসমূহ ক্ষমা করবেন, বস্তুত, আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সূরা আলে ইমরান ৩:৩১]

১৩। কুরআন ও সুন্নাহই সকল সমস্যার সমাধান।

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا﴾

হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী; কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে, তা আল্লাহ এবং রসূলের নিকট উপস্থাপন কর। এটাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর। [সূরা আন-নিসা ৪:৫৯]

وَلَا يَأْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيْرًا○

তোমার কাছে তারা এমন কোন সমস্যাই নিয়ে আসে না যার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি তোমাকে দান করিনি। [সূরা আল-ফুরক্বান ২৫:৩৩]

وَأَطِيْعُوا اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ○

আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য কর, পরস্পরে ঝগড়া বিবাদ করো না, তা করলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে, তোমাদের শক্তি-ক্ষমতা বিলুপ্ত হবে। তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। [সূরা আল-আনফাল ৮:৪৬]

১৪। যে ব্যক্তি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ বা হাদীছকে অস্বীকার করবে সে কাফির।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾

হে মু'মিনগণ, রসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহ্বান করে যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে, তখন আল্লাহ ও রসূলের ডাকে সাড়া দিবে। [সূরা আল-আনফাল ৮:২৪]

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ، يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ، أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ، فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-আমি যেন তোমাদের মাঝে কাউকে এমন না পাই, সে তার খাটের উপর ঠেস্ দিয়ে বসে থাকবে। আর আমি যা আদেশ দিয়েছি অথবা যা থেকে নিষেধ করেছি, তা তার কাছে পৌঁছলে সে তখন বলবে: এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না, আমরা আল্লাহর কিতাবে যা পেয়েছি, তারই অনুসরণ করি।[২২]

﴿لَّا تَجۡعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيۡنَكُمۡ كَدُعَآءِ بَعۡضِكُم بَعۡضٗاۚ قَدۡ يَعۡلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمۡ لِوَاذٗاۚ فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

রসূলের ডাককে তোমরা তোমাদের একের প্রতি অন্যের ডাকের মত গণ্য করো না। আল্লাহ তাদেরকে জানেন যারা তোমাদের মধ্যে চুপিসারে সরে পড়ে।

[২২] ছ্বহীহ: ইবনে মাজাহ হা/১৩

কাজেই যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, তাদের উপর পরীক্ষা নেমে আসবে কিংবা তাদের উপর নেমে আসবে ভয়াবহ শাস্তি। [সূরা আন-নুর ২৪:৬৩]

১৫। আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি সর্বোচ্চ ভালোবাসা ঈমানী কর্তব্য। দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে আল্লাহর রসূলকে বেশি ভালোবাসতে হবে। সকল কিছুর উপর রসূলের ভালোবাসাকে প্রাধান্য দিতে হবে।

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

«لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»

তোমাদের মধ্যে কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তানাদি এবং সকল মানুষ হতে বেশি প্রিয় না হবো।[২৩]

নিজের জীবনের চেয়ে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বেশি ভালো না বাসলে প্রকৃত মু'মিন হবে না।

উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: হে আল্লাহর রসূল! আমার জীবন ছাড়া আপনি আমার কাছে সবকিছুর চেয়ে অধিক প্রিয়। তখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: না, যার হাতে আমার প্রাণ ঐ সত্তার কসম! তোমার কাছে আমি যেন তোমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় হই। উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তখন কসম করে বললেন: এখন আপনি আমার কাছে আমার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়।[২৪]

ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ: مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لاَ يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ، بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ، مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ

যে ব্যক্তির মধ্যে তিনটি জিনিস পাওয়া যাবে, সে ঈমানের সঠিক স্বাদ আস্বাদন করেছে। প্রথমত: তার মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ভালোবাসা দুনিয়ার সকল জিনিস অপেক্ষা বেশি হবে। দ্বিতীয়ত: যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসে। তৃতীয়ত: যে ব্যক্তি কুফরীর অন্ধকার হতে বের হয়ে

---

[২৩] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৪-১৫
[২৪] ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৬৩২

ঈমান ও ইসলামের আলো গ্রহণ করার পর আবার কুফরীর অন্ধকারে ফিরে যাওয়াকে এত খারাপ মনে করে যেমন মনে করে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে।[২৫]

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ○

ওহে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তার রসূলের আগে বেড়ে যেয়ো না, আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। [সূরা আল-হুজুরাত ৪৯:১]

১৬। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ শাশ্বত ও চিরন্তন। তাঁর শরী'আত পূর্বের সমস্ত শরী'আতকে রহিত বা বাতিল করেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা রহিত থাকবে।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوسَى فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي، لَاتَّبَعَنِي»

আল্লাহর কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন। যদি মূসা আ. তোমাদের মাঝে প্রকাশ পেতেন তাহলে তোমরা তার আনুগত্য করতে আর আমাকে ত্যাগ করতে, ফলে তোমরা সহজ -সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে। অথচ মূসা আ. যদি এখন জীবিত থাকতেন ও আমার নবুওতের কাল পেতেন তাহলে তিনি নিশ্চিত আমার আনুগত্য করতেন।[২৬]

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

হে আহলে কিতাবগণ,কেন তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে সংমিশ্রণ করছ এবং সত্যকে গোপন করছ, অথচ তোমরা তা জান। [সূরা আলে ইমরান ৩:৭১]

আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন খ্রিষ্টান ব্যক্তি মুসলিম হয়ে সূরা আল বাকারা ও সূরা আলে ইমরান শিখে নিল। আর সে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য ওয়াহী লিখত। অতঃপর সে আবার খ্রিষ্টান হয়ে গেল। সে বলতে লাগল, আমি মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে যা লিখে দিতাম তার চেয়ে বেশি কিছু তিনি জানেন না। (নাউজুবিল্লাহ) কিছুদিন পর আল্লাহ তাকে মৃত্যু দিলেন। খ্রিষ্টানরা তাকে দাফন করল। কিন্তু পরদিন

---

[২৫] ছ্বহীহ বুখারী হা/ ১৬
[২৬] হাসান: মেশকাত ১৭৭/১৯৪

সকালে দেখা গেল, কবরের মাটি তাকে বাইরে নিক্ষেপ করে দিয়েছে। এটা দেখে খ্রিষ্টানরা বলতে লাগল-এটা মুহাম্মাদ ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার ছাহাবীদেরই কাজ। যেহেতু আমাদের এ সাথী তাদের হতে পালিয়ে এসেছিল। এ জন্যই তারা আমাদের সাথীকে কবর হতে উঠিয়ে বাহিরে ফেলে দিয়েছে। তাই যতদূর পারা যায় গভীর করে কবর খুঁড়ে তাকে আবার দাফন করল। কিন্তু পরদিন সকালে দেখা গেল, কবরের মাটি আবার তাকে বাইরে নিক্ষেপ করে দিয়েছে। এবারও তারা বলতে লাগল, এটা মুহাম্মাদ ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার ছাহাবীদেরই কাজ। তাদের নিকট হতে পালিয়ে আসার কারণে তারা আমাদের সাথীকে কবর হতে উঠিয়ে বাহিরে ফেলে দিয়েছে। তারা এবারও যতদূর পারা যায় আরো গভীর করে কবর খনন করে দাফন করল। পরদিন ভোরে দেখা গেল, কবরের মাটি আবার তাকে বাইরে নিক্ষেপ করে দিয়েছে। তখন তারাও বুঝল, এটা মানুষের কাজ নয়। কাজেই তারা লাশটি ফেলে রাখল।[২৭]

﴿اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا﴾

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন হিসেবে কবুল করে নিলাম। [সূরা আল-মায়িদা ৫:৩]

﴿وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ﴾

কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে কক্ষনো তার সে দীন কবুল করা হবে না এবং আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। [সূরা আলে ইমরান ৩:৮৫]

১৭। মৃত সুন্নাত জীবিত করার মর্যাদা

مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي، فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، لَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةً، فَعُمِلَ بِهَا، كَانَ عَلَيْهِ أَوْزَارُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهَا شَيْئًا

যে ব্যক্তি আমার একটি (মৃত) সুন্নাত জীবিত করে এবং লোকেরা তদনুযায়ী আমল করে, সেও আমলকারীর অনুরূপ পুরস্কার পাবে। এতে আমলকারীর

[২৭] ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৬১৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৭৮১,

পুরস্কার কিছুমাত্র কম হবে না। অপরদিকে যে ব্যক্তি কোন বিদ‘আতের উদ্ভাবন করে এবং সে অনুযায়ী আমল করা হয়, তার উপর আমলকারীর পাপের বোঝার অনুরূপ বোঝা বর্তাবে। এতে আমলকারীর পাপের পরিমাণ কিছুই কমানো হবে না।[২৮]

১৮। যারা আল্লাহ ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তারা মু’মিন নয়। বরং তারা মুনাফিক, ফাসিক, যালিম, কাফির।

﴿وَيَقُوْلُوْنَ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ ط وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ﴾

তারা বলে- আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম আর রসূলের প্রতিও আর আমরা মেনে নিলাম। কিন্তু এরপরও তাদের মধ্যকার একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা মু’মিন নয়। [সূরা আন-নুর ২৪:৪৭]

وَإِذَا دُعُوْا إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُوْنَ○

তাদেরকে যখন তাদের মাঝে ফায়সালা করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ ও তার রসূলের পানে আহব্বান করা হয়, তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। [সূরা আন-নুর ২৪:৪৮]

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُوْلِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا○

যখন তাদেরকে বলা হয়-তোমরা আল্লাহর অবতীর্ণ হুকুমের এবং রসূলের দিকে এসো, তখন তুমি ঐ মুনাফিকদের দেখবে, তারা তোমার নিকট হতে একেবারে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। [সূরা আন-নিসা ৪:৬১]

এ আয়াত এ কথাই প্রমাণ করছে যে, যখন তাকে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করার আহ্বান জানানো হয় তখন তা থেকে যে বিমুখ হয় তার চরিত্র সম্পূর্ণ মুনাফিকের মত।

كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْا أَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَ اللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ ○

আল্লাহ কিরূপে সেই সম্প্রদায়কে সুপথ দেখাবেন যারা ঈমান আনার পর, এ রসূলকে সত্য বলে স্বীকার করার পর এবং তাদের নিকট সুস্পষ্ট দলীল আসার

---

[২৮] ইবনে মাজাহ হা/২০৯, ছ্বহীহ লি গাইরিহী

পর কুফরী করে? বস্তুতঃ আল্লাহ যালিম কওমকে পথ দেখান না। [সূরা আলে ইমরান ৩:৮৬]

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾

বল, 'তোমরা আল্লাহর ও রসূলের আজ্ঞাবহ হও'। অতঃপর যদি তারা না মানে, তবে জেনে রেখ, আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালোবাসেন না। [সূরা আলে ইমরান ৩:৩২]

১৯। যারা আল্লাহ ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অমান্য করে তারা জাহান্নামী।

﴿وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَـٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾

আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার রসূলের নাফরমানী করবে এবং তার নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন, সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং সে অবমাননাকর শাস্তিভোগ করবে। [সূরা আন-নিসা ৪:১৪]

﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِۦ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا﴾

কারো নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রসূলের বিরোধিতা করে এবং মু'মিনদের পথ বাদ দিয়ে ভিন্ন পথ অনুসরণ করে, তবে যে দিকে সে ফিরে যায় সে দিকেই তাকে ফিরিয়ে দিব, আর তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করব, কত মন্দই না সে আবাস! [সূরা আন-নিসা ৪:১১৫]

﴿إِلَّا بَلَـٰغًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَـٰلَـٰتِهِۦ ۚ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا﴾

আল্লাহর বাণী পৌঁছানো ও তার পয়গাম প্রচার করাই আমার কাজ। যে কেউ আল্লাহ ও তার রসূলকে অমান্য করে, তার জন্য আছে জাহান্নামের আগুন; তাতে তারা চিরকাল থাকবে। [সূরা আল-জিন্ন ৭২:২৩]

﴿ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِٱلْكِتَـٰبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِۦ رُسُلَنَا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝٧٠ إِذِ ٱلْأَغْلَـٰلُ فِىٓ أَعْنَـٰقِهِمْ وَٱلسَّلَـٰسِلُ يُسْحَبُونَ ۝٧١ فِى ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِى ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ﴾

যারা কিতাবকে আর আমি আমার রসূলদেরকে যা দিয়ে পাঠিয়েছি তাকে অস্বীকার করে, তারা শীঘ্রই জানতে পারবে। যখন তাদের গলায় থাকবে বেড়ি আর শিকল; তাদের টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে আগুনে দগ্ধ করা হবে। [সূরা গাফির ৪০:৭০-৭২]

২০। যারা আল্লাহ ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য পরিহার করবে তাদের সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যাবে।

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوٓا۟ أَعْمَـٰلَكُمْ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর আর রসূলের আনুগত্য কর আর তোমাদের আমলগুলোকে নষ্ট করে দিও না। [সূরা মুহাম্মদ ৪৭:৩৩]

২১। আল্লাহ তা'আলা ও রসূলের পথ অবলম্বন করুন। রসূলের পথ বাদ দিয়ে শয়তানের পথে চলার পর অনুশোচনা, যখন তা আর কাজে আসবে না।

﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَـٰلَيْتَنِى ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ۝٢٧ يَـٰوَيْلَتَىٰ لَيْتَنِى لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ۝٢٨ لَّقَدْ أَضَلَّنِى عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِى ۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطَـٰنُ لِلْإِنسَـٰنِ خَذُولًا﴾

আর সেদিন যালিম ব্যক্তি নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে– 'হায়! আমি যদি রসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম'। হায় দুর্ভোগ আমার! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! অবশ্যই সে তো আমাকে বিভ্রান্ত করেছিল, আমার কাছে উপদেশবাণী আসার পর। আর শয়তান তো মানুষের জন্য মহা-প্রতারক। [সূরা আল ফুরকান ২৫:২৭-২৯]

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا

যেদিন তাদের চেহারাগুলো আগুনে উপুড় করে দেয়া হবে, তারা বলবে, হায়' আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং রসূলের আনুগত্য করতাম! [সূরা আল আহযাব ৩৩:৬৬]

২২। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ যেরূপ হওয়া উচিত

ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

«إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ

আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আমাদের নিকট প্রেরণ করেছেন, আমরা কিছুই জানতাম না। আমরা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে যেরূপ করতে দেখি, আমরাও সেরূপ করি।[২৯]

كَانَ ابْنُ عُمَرَ «إِذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا لَمْ يَعْدُهُ، وَلَمْ يُقَصِّرْ دُونَهُ»

ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যখন রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোন হাদীছ শুনতেন, তাতে তিনি কোন কিছু বাড়াতেন না এবং তা থেকে কিছু কমাতেন না।[৩০]

اتَّخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ» فَنَبَذَهُ، وَقَالَ: «إِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا» ، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি সোনার আংটি পরতেন। তখন লোকেরাও সোনার আংটি পড়তে লাগল। এরপর (একদিন) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: আমি সোনার আংটি পরছিলাম-তারপর তিনি তা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন: আমি আর কোন দিনই তা পরব না। ফলে লোকেরাও তাদের আংটিগুলো ছুঁড়ে ফেলল।[৩১]

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الحَجَرِ الأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ، فَقَالَ: «إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ»

---

[২৯] ছ্বহীহ: ইবনে মাজাহ হা/১০৬৬
[৩০] ছ্বহীহ: ইবনে মাজাহ হা/৪
[৩১] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭২৯৮

উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে তা চুম্বন করে বললেন, আমি অবশ্যই জানি যে, তুমি একখানা পাথর মাত্র, তুমি কারো কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পার না। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে তোমায় চুম্বন করতে না দেখলে কখনো আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না।[৩২]

২৩। কুরআন ও হাদীছ অমান্যকারীদের সঙ্গে সম্পর্ক কিরূপ হওয়া চাই।

আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত।

أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا إِلَى جَنْبِهِ ابْنُ أَخٍ لَهُ، فَخَذَفَ، فَنَهَاهُ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا وَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا، وَلَا تَنْكِي عَدُوًّا، وَإِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ» قَالَ: فَعَادَ ابْنُ أَخِيهِ يخذف فَقَالَ: أُحَدِّثُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا، ثُمَّ عُدْتَ تَخْذِفُ، لَا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا

একদা তার কাছে তার এক ভাতিজা বসা ছিল। সে তখন কংকর নিক্ষেপ করছিল। তিনি তাকে তা থেকে নিষেধ করলেন এবং বললেন: রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কাজ থেকে নিষেধ করছেন। তিনি আরো বললেন: এতে না শিকার করা হয়, আর না শত্রু পরাভূত হয়, বরং তা দাঁত ভেঙ্গে দেয় অথবা চক্ষু নষ্ট করে দেয়। রাবী বলেন, তার ভাইপো পুনরায় পাথর নিক্ষেপ করলে তিনি [ইবনে মুগাফ্ফাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু)] বলেন: আমি তোমাকে হাদীছ শুনাচ্ছি যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। অথচ এরপরও তুমি কংকর নিক্ষেপ করছ? আমি তোমার সাথে আর কখনও কথা বলব না।[৩৩]

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ أَنْ يُصَلِّينَ فِي الْمَسْجِدِ» فَقَالَ ابْنٌ لَهُ: إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ، فَقَالَ: فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا، وَقَالَ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتقولُ: إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ؟

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- তোমরা আল্লাহর বান্দীদের (মহিলাদের) মসজিদে ছ্বলাত আদায় করতে মানা করো না। তখন ইবনে উমারের এক পুত্র বললেন: আমরা অবশ্যই তাদের নিষেধ করব। রাবী বলেন:

---

[৩২] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫৯৭

[৩৩] ছ্বহীহ, ইবনে মাজাহ হা/১৭

এতে তিনি (ইবনে উমার) ভয়ানক রাগান্বিত হয়ে বললেন: আমি তোমার নিকট রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীছ বর্ণনা করছি, অথচ তুমি বলছ যে, আমরা অবশ্যই তাদের নিষেধ করব ? [৩৪]

হাদীছ অমান্যকারীদের সাথে ছাহাবীদের ব্যবহার কিরূপ ছিল সহজেই অনুমান করা যায়। আজ একদল মুসলিম যারা এরূপ আক্বীদা পোষণ করেন যে, হাদীছ জানতে হবে, কিন্তু মানতে হবে না; তাদের সঙ্গে ব্যবহার ছাহাবীদের মতই হওয়া উচিত।

ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। এক অন্ধ ব্যক্তির একটি দাসী ছিল। সে দাসী নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে গালি দিত। অন্ধ ব্যক্তি তাকে নিষেধ করতো, তবুও সে মানত না। এমতাবস্থায় এক রাতে আবারও নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে গালি দিলে ঐ অন্ধ ব্যক্তি তাকে হত্যা করেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে অবগত করলে তিনি বলেন:

أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ

তোমরা সাক্ষী থাক যে, ঐ দাসীর রক্ত ক্ষতিপূরণের অযোগ্য বা মূল্যহীন।[৩৫]

২৪। কুরআন ও হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন জরুরী।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾

হে মু'মিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান হতে দূরে থাক; কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ। [সূরা আল হুজুরাত ৪৯:১২]

আর জাল হাদীছ তাই যা রসূলের কথা নয়। সুতরাং হাদীছ যাচাই করতে হবে। বিনা দলিল-প্রমাণে কারো কথা মেনে নেয়া (তাক্বলীদ) চলবে না।

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

কোন ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তাই বলে বেড়ায়।[৩৬]

---

[৩৪] ছ্বহীহ, ইবনে মাজাহ হা/১৫

[৩৫] ছ্বহীহ: সুনানে আবূ দাউদ হা/৪৩৬১।

[৩৬] ছ্বহীহ মুসলিম, মুকাদ্দমা

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾

মু'মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত না হও। [সূরা আল হুজুরাত ৪৯:৬]

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَكْذِبُوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- তোমরা আমার উপর মিথ্যারোপ করো না। কারণ যে আমার উপর মিথ্যারোপ করে সে জাহান্নামে যাবে।[৩৭]

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

যে আমার উপর মিথ্যারোপ করে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।[৩৮] নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

যে ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।'[৩৯] সালামাহ ইবনে আকওয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

আমি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি আমার উপর এমন কথা আরোপ করে যা আমি বলিনি, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।'[৪০]

---

[৩৭] ছ্বহীহ বুখারী হা/১০৬, ইবনে মাজাহ হা/৩১, ছ্বহীহ মুসলিম, মুকাদ্দমা
[৩৮] ছ্বহীহ বুখারী হা/১০৭, ইবনে মাজাহ হা/৩৬
[৩৯] ছ্বহীহ বুখারী হা/১০৮; ইবনে মাজাহ হা/৩২, ছ্বহীহ মুসলিম, মুকাদ্দমা
[৪০] ছ্বহীহ বুখারী হা/১০৯।

২৫। মতবিরোধপূর্ণ পরিবেশে সুন্নাত ও হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শের উপর অবিচল থাকা অপরিহার্য।

عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، وَسَتَرَوْنَ مِنْ بَعْدِي اخْتِلَافًا شَدِيدًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে আর শুনবে ও মানবে, যদিও তোমাদের নেতা হাবশী গোলাম হয়। আমার পরে অচিরেই তোমরা কঠিন মতবিরোধ দেখতে পাবে। তখন তোমাদের উপর আমার সুন্নাত ও হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শের উপর অবিচল থাকা অপরিহার্য। তোমরা তা শক্তভাবে আঁকড়িয়ে ধরে থাকবে। সাবধান ! তোমরা বিদ‘আত পরিহার করবে। কেননা প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহী-পথভ্রষ্ট।[৪১]

২৬। মতানৈক্য অকল্যাণ ও বিভক্তির কারণ

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় গ্রন্থে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ ও তার পথকে আঁকড়ে ধরতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর তিনি আমাদেরকে জামা‘আত বদ্ধ থাকতে ও মৈত্রী স্থাপনের আদেশ করেছেন। দলাদলি ও মতবিরোধ করা থেকে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلاَ تَفَرَّقُواْ﴾

তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে (আল্লাহর দীন ও কিতাবুল্লাহ) আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। [সূরা আলে ইমরান ৩:১০৩] তিনি আরো বলেন:

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾

নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দীনকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করেছে। আর দলে দলে ভাগ হয়ে গেছে তাদের কোন কাজের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের বিষয় আল্লাহর নিকট, তারা যা করতো সে সম্পর্কে তিনি তাদের সংবাদ দিবেন। [সূরা আল-আন‘আম ৬:১৫৯] আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

---

[৪১] ছ্বহীহ, ইবনে মাজাহ হা/৪২

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾

আর তাদের মত হয়ো না, যাদের নিকট প্রকাশ্য প্রমাণ আসার পরও তারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও বিরোধ করেছে। [সূরা আলে ইমরান ৩:১০৫] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾

যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা তো বিভক্ত হলো তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর। [সূরা আল-বাইয়্যিনাহ ৯৮: ৪]

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-ইয়াহূদী জাতি ৭১ দলে বিভক্ত হয়েছিল। একদল জান্নাতী আর ৭০ দল জাহান্নামী। খ্রিষ্টানরা ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। ৭১ দল জাহান্নামী আর একদল জান্নাতী। সেই মহান সত্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, অবশ্যই আমার উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। একটি দল হবে জান্নাতী। আর ৭২টি দল হবে জাহান্নামী। বলা হলো, হে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারা জান্নাতী ? তিনি বললেন : আল জামা'আত (রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ছাহাবীদের জামা'আত)।[৪২]

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-বনী ইসরাঈল ৭১ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আমার উম্মাত ৭২ দলে বিভক্ত হবে। একটি দল ব্যতীত সবাই হবে জাহান্নামী। আর তা হচ্ছে আল জামা'আত।[৪৩]

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত (أهل السنة والجماعة): আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত বলা হয় ঐ সমস্ত ব্যক্তিদেরকে যারা রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর ছাহাবীগণ যেই মতাদর্শের ওপরে ছিলেন সেই মতাদর্শের ওপরে থাকেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা এবং সেই সুন্নাহর অনুসরণ করার জন্যে তাদেরকে আহলুস সুন্নাহ (أهل السنة) বলা হয়। তাদেরকে আল জামা'আত (الجماعة) বলা হয় এ মর্মে যে, তারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে, দীনের ব্যাপারে বিচ্ছিন্ন না হয়ে পূর্বসূরী ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ একমত হয়েছেন তারা তার অনুসরণ করেন, এ সমস্ত কারণেই তাদেরকে আল-জামা'আত বলা হয়। এছাড়া রসূলের সুন্নাহর অনুসারী হওয়ার কারণে কখনো তাদেরকে (أهل الحديث) আহলে

---

[৪২] ছ্বহীহ, ইবনে মাজাহ হা/৩৯৯২; আবূদাউদ হা/৪৫৯৭
[৪৩] ছ্বহীহ, ইবনে মাজাহ হা/৩৯৯৩

হাদীছ, কখনো (أهل الأثر) আহলে আছার, কখনো (أهل الاتباع) অনুসরণকারী দল, (الطائفة المنصورة) সাহায্যপ্রাপ্ত দল ও (الفرقة الناجية) মুক্তিপ্রাপ্ত দল বলেও আখ্যায়িত করা হয়।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: বনূ ইসরাঈলের যে অবস্থা এসেছিল অবশ্যই আমার উম্মাতের মধ্যে অনুরূপ অবস্থা আসবে। এমনকি তাদের কেউ যদি প্রকাশ্যে তার মায়ের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে থাকে তবে আমার উম্মাতেরও কেউ তাতে লিপ্ত হবে। বনী ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আমার উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। একটি দল ব্যতীত সবাই হবে জাহান্নামী। বলা হলো একটি দল (যারা জান্নাতী) কারা ? তিনি বললেন:

«مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي»

আমি এবং আমার ছাহাবীরা আজকের দিনে যার উপর (প্রতিষ্ঠিত)।[88]

مُعَاوِيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللَّهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى الناس.

মু'আবিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মিম্বারের উপর আসীন অবস্থায় বলেন, "আমি রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মাতের একটি জামা'আত আল্লাহর আদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা তাদের সঙ্গ ত্যাগ করবে বা বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। এভাবে আল্লাহর আদেশ তথা কিয়ামত এসে পড়বে আর তারা তখনও লোকেদের উপর বিজয়ী থাকবে।[৪৫]

[88] হাসান, তিরমিযী হা/২৬৪১, মুসতাদরাক হাকীম 888, কিতাবুল ইলম
[৪৫] ছ্বহীহ মুসলিম হা/১০৩৭, ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৬৪১